খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 27 ❑ 18 Sept., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ফের ঠাকুরবাড়ি নিয়ে সুর চড়ালেন চেয়ারম্যান গোপাল

‘আগে নিজে বাঁচুন, পরে নেতাদের কথা শুনবেন’

রাহুল দেবনাথ ঃ ঠাকুর বাড়িতে নাগরিকত্বের আবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে শিবিরের বিরুদ্ধে এর আগেও সরব হয়েছিলেন বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। সেই ধারা বজায় রেখেই শনিবার পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের রেলওয়ে প্রাইমারি স্কুলের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' ক্যাম্প থেকে ফের সি এ এ নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। নাগরিকত্বের জন্য ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন করতে বনগাঁর মানুষকে নিষেধ করেন তিনি। আবেদন করলে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে। রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন বলেও এদিন ওই ক্যাম্প থেকে জানিয়েছেন গোপাল।

শনিবার বনগাঁ শহরের রেলবাজার এলাকায় ছিল ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ শিবির। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গোপালবাবু। শিবিরে আসা মানুষজনদের উদ্দেশ্যে তিনি

‘এফআইআর করে গ্রেফতার করা উচিত’- সুকান্ত মজুমদার

বলেন, সিএএতে আবেদন করবেন না। সিএএতে নাম লেখালে ভোটার তালিকা থেকে আপনার নাম কাটা যাবে। তখন ছেলে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে সমস্যায় পড়বেন। স্বাস্থ্য সাথী, লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প পাবেন না, অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সহযোগিতা থেকেও বঞ্চিত হবেন।

বনগাঁ পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু এলাকা এখনও জলমগ্ন। জলবন্দি মানুষের জন্য এদিন রেলওয়ে প্রাইমারি স্কুলে শুরু হয় ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ ক্যাম্প। ক্যাম্পে আসার জন্য জলমগ্ন মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই নৌকার ব্যবস্থা করেছিল পুরসভা। এদিন দেখা গেছে,নৌকা করেই জলমগ্ন এলাকার বহু মানুষ ওই ক্যাম্পে এসেছেন। ফি বছর জমা জলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জলবন্দি এলাকার বাসিন্দারা । ইছামতী নদী থেকে পদ্মা খাল সংস্কারের দাবিও করেছেন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের জলবন্দি বাসিন্দারা। পাশাপাশি তাঁরা এদিনের ক্যাম্পে এসে রাস্তা সংস্কারের দাবিও করেছেন তাঁরা। এদিন ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ ক্যাম্প থেকেই সাধারণ

মানুষকে সি এ এর জন্য আবেদন না করার পরামর্শ দিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান।

পাশাপাশি গোপালবাবু মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, আগে নিজে বাঁচুন, পরে নেতাদের কথা শুনবেন। এখানকার বিধায়ক সাংসদরা হিন্দু শংসাপত্র দেওয়ার নামে তোলাবাজি শুরু করেছেন মানুষের কাছ থেকে।

শনিবার একটি ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হাবড়ায় এসেছিলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেখানে তিনি বলেন, পুলিশের উচিত এফআইআর করে তাঁকে গ্রেফতার করা। তা না করলে আমি আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলছি। আদালতের মাধ্যমে এফ আই আর করব। এ বিষয়ে গোপালবাবু বলেন, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে শান্তনু ঠাকুররা কেন মানুষের কাছ থেকে টাকা লুট করছেন? আগে তাদের গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করুন।

অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধুকে সীমান্তে ফেলে পালালেন কাকা শ্বশুর

রাহুল দেবনাথ ঃ দুই নাতি সহ অন্তঃস্বত্ত্বা বৌমাকে বাংলাদেশে বাপের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে পেট্রাপোল সীমান্তে রেখেই চম্পট দেওয়ার অভিযোগে উঠল কাকা শ্বশুরের বিরুদ্ধে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও কাকা শ্বশুর ফিরে না আসায় রবিবার সকাল থেকে সোমবার পর্যন্ত অসহায়ের মত ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে কাটাতে হল পেট্রাপোল সীমান্তে। সোমবার বিষয়টি নজরে আসতেই তাদের থানায় নিয়ে আসে পেট্রাপোল থানার পুলিশ। বাংলাদেশে যাওয়ার বৈধ কাগজপত্র না থাকায় ওই গৃহবধূকে অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পেট্রাপোল থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর নাম পারিমা আক্তার। তাঁর বাপের বাড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। বছর সাত আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল মিলন শেখের সঙ্গে। মিলনের বাড়ি ক্যানিং। মিলন বাংলাদেশে থাকাকালীনই তাদের বিয়ে হয়েছিল। নয় মাস আগে স্বামীর সঙ্গে চোরাপথে ভারতে এসেছিলেন পারিমা। পুলিশের কাছে পারিমা আক্তার জানিয়েছে, ভারতে আসার পরেই স্বামী এবং শ্বশুড়বাড়ির লোকজন তাঁর উপর নির্যাতন শুরু করে। শুধু তাই নয়, বাচ্চাদের নিয়ে বাংলাদেশে বাপের বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্যও চাপ দিতে থাকে বলেও অভিযোগ। রবিবার সকালে দুই নাতি এবং অন্তঃসত্ত্বা বৌমাকে বাংলাদেশে বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিতেই ক্যানিং থেকে পেট্রাপোল সীমান্তে এসেছিলেন কাকা শ্বশুর চাঁদ শেখ। সীমান্ত লাগোয়া একটি হোটেলে তাদের খাইয়েছেন চাঁদ। খাওয়ানোর পর ফল কেনার নাম করে চুপচাপ পালিয়ে যায় সে। দুই বাচ্চাকে নিয়ে ওই অন্তঃসত্তা গৃহবধু পেট্রাপোল সীমান্তে ৩ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন। কিন্তু কাকা শ্বশুর ফিরে না আসায় পারিমা কয়েকবার ফোন করেছিলেন। কিন্তু স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের ফোন বন্ধ থাকায় তিনি যোগাযোগ করতে পারেন নি। সীমান্ত এলাকায় সারা রাত অসহায়ের মতো কাটাতে হয়েছে তাঁকে। এদিন সকালে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। খবর পেয়ে পেট্রাপোল থানার পুলিশ এসে তাদের থানায় নিয়ে আসে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে এদিন পারিমা আক্তারকে গ্রেপ্তার করেছে পেট্রাপোল থানার পুলিশ।

পুলিশ বন্ধু অ্যাপ চালু করলো বনগাঁ জেলা পুলিশ

সংবাদদাতা ঃ এবার বনগাঁ পুলিশ জেলার পুলিশের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ বৃদ্ধিতে অভিনব উদ্যোগ নিল বনগাঁ মহকুমার পুলিশ প্রশাসন। চালু হল বিশেষ পুলিশ বন্ধু অ্যাপ। থানায় এসে এই অ্যাপের মাধ্যমে আমজনতা সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন পুলিশের কাছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আরো দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই বনগাঁ পুলিশ জেলা এলাকায় চালু হল এই পুলিশ বন্ধু কিয়স্ক।

জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আগামী দিনে বনগাঁ মহকুমার বাসিন্দারা কোন অভিযোগ জানাতে গেলে তদন্তকারী অফিসারের কাছে না গিয়ে থানায় থাকা এই কিয়স্ক- এ পুলিশ বন্ধু অ্যাপ ব্যবহার করেই তদন্ত কতদূর এগলো, বিশদ বিবরণ পেয়ে যাবেন অ্যাপ এর মধ্যেই।

প্রয়োজনে তদন্তকারী আধিকারিক এর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও কথা বলার ব্যবস্থা রয়েছে এই বিশেষ পুলিশ বন্ধু অ্যাপ এ বলেই জানান বনগাঁ জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার। ফলে এবার আরো দ্রুত ও সহজভাবে পুলিশি পরিষেবা পাওয়া যাবে বলেও মনে করছেন অনেকে।

নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি তুলল কংগ্রেস

সংবাদদাতা ঃ কংগ্রেস নেত্রীকে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ এনে ‘ঠাকুর বাড়ি কারোর বাবার নয়’ বলে মন্তব্য করলেন জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। রবিবার গাইঘাটার ঠাকুরনগরের স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে কংগ্রেসের সভায় যোগ দিয়ে ছিলেন তিনি। সেই সভা থেকে তৃণমূল বিজেপির বিরুদ্ধে মতুয়াদের ভাগাভাগি করা সহ একাধিক অভিযোগ তুলেছেন।

তিনি বলেন, মতুয়ারা নাগরিক ছিল, নাগরিক আছে, নাগরিক থাকবে।

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ২৭ ❐ ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

‘তোপসে’ হলে লিখতেন- ‘যতকাণ্ড ঠাকুরবাড়ি’

প্রসঙ্গ ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ি মানে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি নয়। ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। মতুয়া মহাধর্মের পুণ্যভুমি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়ির বর্তমান সদস্যদের পূর্ব পুরুষগণ সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় শূদ্রশ্রেণীর মানুষদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে সমাজের মূল স্রোতে ফেরানোর জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছিছেন। তার জন্য তাঁরা অনুভব করেছিলেন রাজ্যপাটে নিজেদের ক্ষমতা স্থাপন করতে না পারলে নিজের শ্রেণীর মানুষের যথাযথ কল্যাণ কখনও সম্ভব নয়। এই কারণেই পি.আর ঠাকুরের রাজনীতিতে পদার্পন। আর আজ তিন প্রজন্মে দাঁড়িয়ে ঠাকুরবাড়ির সকলেই রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ। রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন থাকায় ঠাকুরবাড়ির দুই তরফ এখন দুই রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত এবং মনোনীত জনপ্রতিনিধি। তাই সকলেই ক্ষমতাধর। একপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারের বলে বলিয়ান। তো অন্য পক্ষ রাজ্য সরকারের। ‘২৬-এর বিধাসভা নির্বাচানের প্রেক্ষিতে বিজেপি’র পাখির চোখ পশ্চিমবঙ্গ। তার জন্য ভারতীয় জনতাপার্টি তাদের মত করে ঘুঁটি সাজানো শুরু করেছে। আবার নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসও তাদের মতো করে কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে আবার শুরু হয়েছে সিএএ বা এসআইআর-এর মতো কর্মকাণ্ড। সাম্প্রতিক কালে সিএএ-তে ফর্মফিলাপ নিয়ে ঠাকুরবাড়ির বিজেপি-র জনপ্রতিনিধি দুই সহোদরের মধ্যে বিবাদের খবর প্রকাশ্যে আসে। সেই বিবাদ থামাতে আসরে নামতে হয় বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুরকে। বিবাদের কারণ হিসাবে জানা গেছে— ঠাকুরবাড়ির মূল মন্দিরের সামনেই ক্যাম্প করে সিএএ-এর ফর্ম ফিলাপে সাহায্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বাদ সাধেন বিজেপি বিধায়ক অর্থাৎ শান্তনুর জ্যেষ্ঠ সহোদর সুব্রত ঠাকুর। তাঁর কথায়— ঠাকুরের মূল মন্দিরকে কেন রাজনীতির আশ্রয়স্থল করা হবে? দুই ভাই-এর বিবাদ না মেটায় মধ্যস্থতা করেছেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতা ঠাকুর। সাধারণ ভক্তদের প্রশ্ন এখানেই। মতুয়াদের পুণ্যভুমি ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি কী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল! হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর দর্শন করে পুণ্যলাভের আশায় আসা মতুয়া ভক্তদের কী বারবার রাজনৈতিক কচকচানির মধ্যে পড়তে হবে! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বৃদ্ধ মতুয়া গোঁসাই-এর কথায়— ‘ঠাকুরবাড়ি রাজনীতির জায়গা নয়। ঠাকুরবাড়ির বর্তমান প্রজন্ম ক্ষমতার লোভে রাজনীতির ময়দানে নেমেছে। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের মর্যাদা রক্ষা না করলে মতুয়া ভক্তরা কালে কালে ঠাকুরবাড়ি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এটা কোন গোঁসাই-এরই কাম্য নয়।’

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

ধারা ৭ : ন্যায্য ও অনুকূল কর্মপরিবেশ (Right to Just and Favourable Conditions of Work)

সমস্ত কর্মীদের ন্যায্য ও অনুকূল কাজের পরিবেশ দিতে হবে, তাদের ন্যায্য মজুরি ও সমান কাজের সমান বেতন দিতে হবে।

কর্মীরা ও তাদের পরিবার যেন মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।

সমস্ত কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

তাদের কর্মজীবনে উন্নতির সুযোগ,বিশ্রাম, অবকাশ ও সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

ধারা ৮ : শ্রমিক সংগঠন ও ধর্মঘটের অধিকার (Trade Union Rights)

শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যোগদান করার অধিকার থাকবে।

ট্রেড ইউনিয়নগুলো স্বাধীনভাবে কার্যক্রম চালাতে পারবে।

শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার থাকবে (তবে আইনসঙ্গত সীমার মধ্যে)।

রাষ্ট্র এই অধিকার দমিয়ে রাখতে পারবে না, তবে সেনাবাহিনী বা পুলিশের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে।

ধারা ৯ : সামাজিক নিরাপত্তা (Right to Social Security)

প্রত্যেকের সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার আছে।

এর মধ্যে বেকারভাতা, পেনশন, অসুস্থতাভাতা, অক্ষমতাভাতা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

ধারা ১০ : পরিবার, মায়েদের ও শিশুদের সুরক্ষা (Protection of the Family, Mothers and Children)

পরিবারকে সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ সুরক্ষা দিতে হবে।

বিয়ে হবে উভয় পক্ষের স্বাধীন সম্মতির ভিত্তিতে।

মাতৃত্বকালীন সময়ে মায়েদের সুরক্ষা ও ছুটি নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে রক্ষা করতে হবে।

শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।

ধারা ১১ : জীবনযাত্রার মান (Right to an Adequate Standard of Living)

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

সুরে চারিদিক একটা থমথমে ভাব। প্রচন্ড গরমে, তারপর ঠেলাঠেলি তো আছেই। ডাক্তার বিপ্লব কোথায় হারিয়ে গেল ! আমি একা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর ওয়াঘা বর্ডারের কুচকাওয়াজ দেখতে না পেয়ে, রিকশা করে বাসের কাছে পৌঁছে গেলাম। বাসে এসে দেখি বিনয়দা ও বৌদি যাননি। কারণ ওরা ওই ভিড়ের কথা জানতেন। এভাবে একে একে সকলেই বাসে ফিরে এলো।

বাস এবার ছেড়ে দিল। আমরা পৌঁছে গেলাম হোটেল রিকি ইন্টারন্যাশনাল, অমৃতসরের হুকুম সিং রোডে রবাস থেকে নেমে হারুবাবু সকলকে ঘরের চাবি দিয়ে দিলেন। আমরা ঘরে চলে গেলাম। বেশ গরমে সবাই হাঁসফাঁস করতে লাগলো। আমরা ঘরে গিয়ে স্নান সেরে বিকালের টিফিন খেয়ে গেলাম স্বর্ণ মন্দিরে। রাতের স্বর্ণমন্দির। এক অন্য অভিজ্ঞতা। স্বর্ণমন্দিরের যে ইতিহাস জানা যায়, তা হল সম্রাট আকবরের ফরমানে ১৫৭৭ সালে চতুর্থ শিখ গুরু, রামদাসের হাতে অমৃতসর শহর গড়ে ওঠে। রামদাস সরোবর খনন করান শহরের কেন্দ্রস্থলে। পঞ্চম গুরু অর্জুন সংস্কারের সাথে আয়তন বাড়িয়ে আয়তাকার সরোবরের মাঝে হরমন্দির গড়েন। ১৬০১ সালে। ভিত্তিপ্রস্তর গড়তে গুরু অর্জুনের আমন্ত্রণে লাহোর থেকে মুসলিম সেন্ট হজরথ মিন মীর আসেন। আর সরোবরের জল শুদ্ধ করে হয় অমৃত তুল্য। তাই নাম হয় অমৃতের সরোবর অর্থাৎ অমৃতসর। হরমন্দিরের গম্বুজটি তামার পাতে ৪০০ কেজি সোনা দিয়ে মুড়ে দেন রঞ্জিত সিং। কারুকার্যময় রূপোর দরজায় সোনার পাতও লাগে বিশেষ বিশেষ দিনে। সেই থেকে হরমন্দিরের নাম বদলে যায়— নতুন নাম হয় স্বর্ণমন্দির। দর্শনার্থীদের প্রবেশপথে সরোবরের ঠান্ডা জলের ধারার মধ্যে দিয়ে হেঁটে, কার্পেটের উপর দিয়ে চলার সময় পা মুছে মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা এক অনন্য সৃষ্টি। মন্দিরের সেবায় শিখ

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমাদের বাড়ি অবধি পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দিদি বলল, "আজকে আর রান্না করব না। কষ্ট হয়ে গিয়েছে। চিড়ে মুড়ি খেয়েই থাকব। মা সাথে আনেক মিষ্টি দিয়ে দিয়েছে, সেটা দিয়ে খেয়ে নিলেই হবে। ঝুনুকেও তাই খাওয়াব।

সকলের শুয়ে পড়তে বেশি দেরি হল না। দিদি মিতাকেও খাঁটে আমার পাশে শুতে দিয়েছে। আর নিজের জন্যে মেঝেতে জায়গা করেছে। শোয়ার সাথে সাথে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসলো। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আমি নিজেই টের পাইনি । শুক্লা পঞ্চমির চাঁদের আলো কমতে কমতে যখন রাতটা অন্ধকারের দিকে যাত্রা শুরু করেছে, তখন মিতার মনের রং কখন গাঢ় হয়ে উঠেছে জানিনা। পাহাড়ি নদীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার এই ছোট্ট দেহটার উপর। ঘরের আলো নেভানো রাতে তার গরম শ্বাসবায়ু আর শরীরের উষ্ণতায় আমাকেও অভ্যর্থনা করছে। আমিও এই উষ্ণতার অজানাকে জানার নেশায়, মিতার শরীরের সাথে ঘন হয়ে উঠছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল দিদি আছে। কথা না বলে আমি নিচের দিকে দেখালাম। মিতা ক্ষীণ স্বরে একটা কথাই বলল, "এ সময়ে কেউ একা একা থাকে না। কাকিমা পাশের ঘরে চলে গিয়েছে।"

এ কথা শুনে আমি আলগা ভাবে কিছু এলোমেলো কথা বলে আমার মনের ভিতরের উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করলাম। বললাম, "পাগলামি করো না। নিজেকে বোঝার চেষ্টা কর। আমরা অনেক ছোটো।"

মিতা বলল, " কোনও কোনও পাগলামি মানুষের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিতে পারে। তাই সব পাগলামি পুরোপুরি ক্ষতিকর নয়। আমার হয়তো এখানেই গিঁট বাঁধা আছে। "

চলবে...

ঠাকুরনগরে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ মতুয়া সমাজের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করণের দাবিতে জাতীয় সংগ্রেসের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাখা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আয়োজন করে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ঠাকুরনগর স্টেশন পার্শ্বস্থ ইন্দিরা মূর্তির পাদদেশে আয়োজিত সত্যাগ্রহ কর্মসূচিতে হাবড়া, স্বরূপনগর সহ বিভিন্ন এলেকা থেকে দলীয় নেতা কর্মীগণ যোগ দেন। নবগঠিত উত্তর ২৪ পরগনা (গ্রামীন) জেলা কংগ্রেস কমিটির নবমনোনীত সভানেত্রী ইন্দ্রানী দত্ত চ্যাটার্জীর আহ্বানে এদিনের সত্যাগ্রহ কর্মসূচীতে অংশ নেন দলের রাজ্য কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, রাজ্য নেতৃত্ব অমিতাভ চক্রবর্তী, জেলা কমিটির মনতোষ সাহা (বাবু), মহম্মদ সামিন প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে মতুয়া সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের জীবন, কর্ম, আদর্শ এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের কল্যানে তাঁদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন, সেই সঙ্গে সমস্ত মতুয়াদের তপশিলী জাতির সংরক্ষণের আওতায় আনার দাবি জানান।

জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দ্রানী দেবী ক্ষোভের সাথে জানান, রাজনীতি করতে নয়, কিছুদিন পূর্বে তিনি ঠাকুরবাড়ির মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন, সুব্রত ঠাকুর তাঁকে বাধা দেন। ঘটনাটি বড়ই দুঃখজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

গাইঘাটা থানা মার্কেটিং এর ৫০তম বার্ষিক সাধারন সভায় ঘুরে দাঁড়ানোর শপথ

সংবাদদাতা ঃ জাতীয় ও সমবায়ের পতাকা উত্তোলন ও মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে শুরু হল গাইঘাটা থানা এগ্রিকালচারাল প্রাইমারি মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর ৫০ তম বার্ষিক সাধারণ সভা। পৌরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি সুখেন সরকার। সম্পাদক সনাতন অধিকারী সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ম্যানেজার সুখেন ভট্টাচার্য। প্রতিবেদন এর উপর আলোচনায় অংশ গ্রহন করে হুদা সমবায় সমিতির প্রতিনিধি আইনজীবী শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ ও শিমুলিয়াপাড়া আদর্শ সমবায়ের প্রতিনিধি অরিন্দম রায়, বক্তব্য রাখেন অন্যতম সদস্য সহ-সভাপতি স্বপন ঘোষ, কমিটির সদস্য দিব্যেন্দু রায় চৌধুরী ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি সুভাষ হালদার প্রমুখ। শ্রী হালদার বলেন, এই সমিতি আমাদের সকলের। এই সমিতিকে রক্ষা করতে হবে। সমিতির দুঃসময়ে যে সমবায়গুলি আর্থিক সহযোগিতা করেছেন, ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ হলে, তাঁদের থেকে নেওয়া ঋণ ও পরিশোধ করা হবে। কর্মচারিগণ সহযোগিতা করছেন। সমিতি খুব শ্রীঘ্রই আবার তাদের জায়গায় ফিরে আসবে। সমিতির কোন ক্ষতি না করে আমরা সমিতির আয় বাড়ানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। সদস্য শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ ও অরিন্দম রায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে অডিট সহ সমিতির কিছু ভুল-ত্রুটি তুলে ধরেন। ব্লকের সমবায় পরিদর্শক আশিষ পাল প্রতিবেদনের কিছু ভুল-ত্রুটি তুলে ধরেন ও বর্তমান সমিতি স্বচ্ছতার সাথে কাজ করছে বলে মন্তব্য করেন। সি. আই শ্রী পাল উপস্থিত সকলের নিকট ঋণ মুক্ত সমবায় গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উন্নত মানব সম্পদের উৎসই সততা স্টোর্স

অজয় মজুমদার

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছিলাম ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। গিয়ে নিজের কাজ তো হলো, সেই সঙ্গে যা দেখলাম তা আমাদের রাজ্যে থেকে এমন মানসিকতা জন্ম কী করে হলো সেই ভাবনাটাই আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল! ইচ্ছা থাকলে একজন শিক্ষক একটি বিদ্যালয়কে তিলে তিলে তিলোত্তমায় পরিণত করতে পারেন। অবশ্য তাকে প্রধান শিক্ষক অবশ্যই হতে হবে। আমার দেখা ও প্রশ্ন করার ধরন দেখে প্রধান শিক্ষক বুঝেছেন, স্কু'ল সম্পর্কে আমি কিছু লিখতে পারি, সে সম্ভাবনা বুঝেই একটি শর্ত চাপিয়ে দিলেন । শর্তটা হলো, ওই প্রধান শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা যাবে না। অর্থাৎ কারিগর বিহীন কাজের উল্লেখ করতে কোন বাধা নেই। স্কুলে প্রবেশ করেই দেখলাম, একটা আলমারির গায়ে লেখা রয়েছে "সততা স্টোর্স" সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাতা, পেন, রবার, গাম, চক, উড পেন্সিল, ডট পেন, সহ আরো অনেক শিক্ষা সরঞ্জাম। প্রত্যেকটি দ্রব্যের নিচেয় মূল্য লেখা আছে। পাশেই একটি চকলেট পূর্ণ পাত্র রয়েছে। টাকা পয়সার রাখার জন্য একটা পাত্র রয়েছে। সততা স্টোর্সের মাথায় লেখা রয়েছে--- "প্রয়োজনীয় জিনিসটি নিয়ে, নির্ধারিত মূল্য জমা দিয়ে, খাতায় স্বাক্ষর করো এবং একটি চকলেট নাও। "

ছুটির দিন। সামনেই ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব। ১০/১৩/১৪/ ১৫ এবং ১৬ নভেম্বর ২০২৫, বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে উৎসব পালিত হবে। প্রধান শিক্ষক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী সহ নাচ গানে অভিজ্ঞদের এনে রিহার্সাল করাচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করলাম, সততা স্টোর্স-এর বিক্রয় মূল্য আপনারা পান তো? প্রধান শিক্ষক হাসতে হাসতে জানালেন, আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সঠিক বিক্রয় মূল্যই পাত্রে পাওয়া গেছিল। শিশু কাল থেকে সততার যে পাঠ বিদ্যালয় দিচ্ছে, সেই শিক্ষা বড় হলেও থাকবে তো। শিশু সঠিক গাইড পেলে সৎ ও নিষ্ঠাবান হয়। সেজন্য স্কুল শিক্ষার পাশাপাশি বাড়ির শিক্ষাও সঠিক হওয়া প্রয়োজন।

ঘুরতে ঘুরতে গেলাম মিড-ডে মিলের ডাইনিং হলে। সেখানে যেমন সুন্দর বসার জায়গা, দেয়ালের তিন দিক বিজ্ঞানীদের ছবি, একদিকের দেয়ালে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ছবি, নাম এবং গুণাগুণ লেখা রয়েছে। একদম কর্পোরেট স্কুলগুলির মত।

এখানে শাস্তির ব্যবস্থাও রয়েছে, কোনরকম অন্যায় করলে ডাইনিং হলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে যে কোনো দুটি খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ মুখস্থ করে এসে বলতে হবে। এটাই হলো শাস্তি। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কবি কেশব লাল। তাঁর সম্পর্কে সারা বনগাঁতে বিশেষ কোন চর্চাই নেই। অথচ তিনি ছিলেন একাধারে কবি, শিক্ষা অনুরাগী, অন্যদিকে সমাজকর্মী, পেশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড ডেপুটি কালেকটর। বিদ্যালয়ে প্রতি বছরই এই মহান মানুষটির জন্মদিন পালন করা হয়। এটা বনগাঁর মানুষ অনুভব করলে ও নীরব। কেশব লাল বিদ্যাপীঠ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬ ই নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৫ টায় নৃত্যালেখ্য কেশব লাল স্মরণে পরিবেশন করবে বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা।

ছাড়াও বিদ্যালয়ের সমস্ত দেওয়ালেই গুণী মানুষের চিত্র আঁকা রয়েছে। এবং তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁদের অবদান উল্লেখ করা রয়েছে। যেদিকে তাকানো যাক না কেন শুধু শিক্ষা আর শিক্ষা ?পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্তরে এরকম প্রাথমিক বিদ্যালয় আমার চোখে একটিও পড়েনি। বিদ্যালয়ের ঘর গুলি 'উ' আকৃতির ছিল। সেই উ-য়ের মাঝখান টুকু প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিজের টাকায় টিনের আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে। ফলে কাজের জায়গা অনেকটাই বেড়ে গেছে।

এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব গুলি হল, অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী দ্বারা রুটিন অনুযায়ী ক্লাস। সমস্ত সরকারি পরিষেবার সুযোগ বন্টন। নিয়মিত অংকন, সঙ্গীত, নৃত্য, যোগব্যায়াম, ক্যারাটে শিক্ষা, নিয়মিত জেনারেল নলেজ, ক্যুইজ, স্পোকেন ইংলিশ চর্চা, এছাড়াও এখানে শিশু বয়স থেকেই লাইব্রেরী ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার শিক্ষা। এখানকার শিশুদের জন্য নিয়মিত সৃজনাত্মক ও উপাদানাত্মক ক্লাস করানো হয়। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলি পালিত হয়, যাতে শিশুদের নিয়মিত আনন্দের পরিসর বাড়ে। বিদ্যালয়ে রয়েছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও স্মার্ট ক্লাস রুম।

এই বিদ্যালয় এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখলাম, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্মদিন পালন করা হয়। যে মাসে যাদের জন্মদিন, তাদের জন্মদিন এক সঙ্গে পালন করা হয়। এতে শিশুদের মধ্যে অনাবিল আনন্দ দেখা যায়। তা এই কর্মকাণ্ডকে সার্থকতা এনে দেয়। সার্বিকভাবে বিদ্যালয় এর পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তার রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে রয়েছে। শিক্ষকতা শুধু যে চাকুরী নয়, এটা যে মানুষ গড়ার কারখানা! আর শিক্ষক হলেন সেই কারখানায় শ্রমিক। যাদের বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নিতে হয়। সে দায়িত্ব সম্পর্কে এরা সবাই সচেতন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুলের এই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি একজন সমাজকর্মী, শুধু তাই নয়, তিনি জীবনে অনেক সমাজকর্মীও তৈরি করেছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আপনার শর্ত অনুযায়ী নাম প্রকাশ না করলেও আপনার ও আপনাদের প্রতি সমাজ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে। পাঠ্যসূচির পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেও যে এরকম উন্নত মানব সম্পদের উৎস হয়ে উঠতে পারে, কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়, আপনারা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আপনাদের স্যালুট জানাই।

ফুলসরা অঞ্চলে অনুষ্ঠিত দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচী

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটার অন্যান্য অঞ্চলের মতো ফুলসরা অঞ্চলেও নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল দুয়ারে সরকার ও

এবারের নতুন প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচী। গত ১২ সেপ্টেম্বর অঞ্চলের চৌগাছা সমাধান কর্মসূচীর সূচনা হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর পঞ্চায়েত কার্যলয় সংলগ্ন কাটাখালি আর পি বিদ্যালয়ে আয়োজিত কর্মসূচীতে সকাল থেকেই মানুষজন আসতে শুরু করেন। অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের মানুষজন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা, কন্যাশ্রী, মানবিক, কিষাণ ও স্টুডেন্টস্ ক্রেডিট কার্ড, ও, বি, সি, আদিবাসী ও তপাশিলী শংসাপত্র, পরিযায়ী শ্রমকল্যাণ প্রানী পালন, বিদ্যুৎ সংযোগ ও ছাড়াও, মৎস্যজীবী নিবন্ধিকরণ ইত্যাদি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহন করেন। অঞ্চল প্রধান টুসি রায় সেন উপস্থিত মানুষজনের সমস্যা সমাধনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, সহ-সভাপতি অজয় দত্ত, ব্লকের আই,ডি,ও দেবাশিষ দাস পঞ্চায়েত কর্মী সনাতন সেন ও নির্বাহী সহায়ক দীপক বালা প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুখ্যমন্ত্রীর এবারের নতুন প্রকল্প, 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' সম্পকে সমবেত মানুষজনের নিকট তুলে ধরেন এবং কর্মসূচী রূপায়নে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এদিন অঞ্চলের ১৪৩, ১৪৪ ও ১৪৭ বুথের পাড়ায় সমাধান কর্মসূচীতে অংশ নেন বুথের মানুষজন প্রধান টুসি দেবী জানান, অঞ্চলের ২৪ টিবুথেই সুষ্ঠুভাবে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান কর্মসূচী সম্পন্ন হয়েছে।

প্রয়াত পিতার স্মরণে ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল চাঁদপাড়ার সেকাটি গ্রানের বাসিন্দা হরিপদ ধরের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকি। দিনটিতে পিতাকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর পুত্র ডাঃ পিযূশ কান্তি ধর এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এদিন সকালেই আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রয়াত হরিপদ বাবুর প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা, ধুনো দিয়ে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রয়াত সহধর্মিনি ও পুত্র কন্যাগণ। বাসভবন অঙ্গনে এদিনের আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীতা পাঠও ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী দেবেশানন্দজী মহারাজ ও ধর্মপ্রাণ পরিতোষ দাস। ভক্তিমূলক গান গেয়ে শোনান পুত্র পিযূশ কান্তি ধর। স্বামী দেবেশানন্দজী ও পরিতোষ বাবুর কন্ঠের গীতা পাঠ ও ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ধর্মপ্রান মানুষজনের হৃদয়কে স্পর্শ করে। উপস্থিত আত্মীয় পরিজনেরা প্রয়াত হরিপদ বাবুর স্মৃতি চারনায় অংশ নেন।

দাবি তুলল কংগ্রেস

প্রথমপাতার পর...

কংগ্রেসের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভানেত্রী ইন্দ্রানী দত্ত চৌধুরী দিন কয়েক আগে ঠাকুর বাড়িতে এসেছিলেন। সেখানে তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি বলেন, ঠাকুরবাড়ি কারো বাবার জায়গায় না। সেখানে সবাই যেতে পারেন। আমরা সকলে যাব, রাহুল গান্ধী আসবে ঠাকুরনগরে। তখন কে ঠেকায়, আমরা দেখব।

শুভঙ্কর বাবু বলেন, বর্তমানে যারা ঠাকুরবাড়িতে রয়েছেন, রাজনীতির ময়দানে নেমে ঠাকুর বাড়ি ভাগাভাগির জায়গা তৈরি করে দিয়েছেন। তৃণমূল-বিজেপি করে ভক্তদের ভাগাভাগি করছেন আপনারা। ঠাকুরবাড়ি থেকে যারা জনপ্রতিনিধি হয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, বিভিন্ন দলে দাঁড়িয়েছেন আপনারা। ভক্তদের সমাবেশ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন? সাংসদ শান্তনু ঠাকুর- এর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শান্তনু ঠাকুর আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি সিএএ কার্ড দিন। কেন মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচার করছে।

সভা থেকে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি দিন সাধারণ মানুষ। জানতে চান, সিএএ আইন বলবৎ করার জন্য কেন তৃণমূল সাংসদরা লড়ছেন না। শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্যের সমালোচনা করে বিজেপি সাংসদ তথা ঠাকুরবাড়ির ছেলে শান্তনু ঠাকুর বলেন, সিটিজেনশিপ অ্যাক্টের নামে কংগ্রেস সতের বছর ধরে ভাওতা দিয়ে এসেছে মতুয়াদের। ভোটের আগে ভাওতাবাজি দিয়ে বেড়াচ্ছে। রাহুল গান্ধীর দাদুকে যখন যশোর খুলনা হিন্দুদের বসবাস বেশি বলা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, ওটা লো-ল্যান্ড। ভারতের দরকার নেই। ঠাকুরবাড়িতে কী কর্মকাণ্ড হবে? তা ঠাকুর বাড়ির প্রতিনিধিরা, মতুয়া প্রতিনিধিরা ঠিক করে। ওরা কারা, ভুঁইফোড়।

এইডস্ সচেতনামূলক অনুষ্ঠান মাইম একাডেমীর

সংবাদদাতা ঃ মারণ রোগ এইডস্ সম্পর্কে মানুষজনকে সচেতন করতে উদ্যোগী গ্রামগঞ্জের সাধার মানুষজনকে সচেতন করার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

জেলা স্বাস্থ্য দফ্তরের আহ্বানে এই উদ্যোগে শামিল হয়েছে জেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচারের মূকাভিনয় শিল্পীগণ। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালীর নির্দেশনায় সংস্থার মূকাভিনয় শিল্পীগণ গত ১২, ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর গাইঘাটা ব্লকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও চিকনপাড়া গ্রামে, জেলা সদর বারাসাত ষ্টেশন প্রাঙ্গন ও কোর্ট চত্বর ছাড়াও দেগঙ্গা ব্লকের বিভিন্ন স্থানে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। প্রতিটি স্থানেই বহু সাধারন মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। সমবেত মানুষজন মারণ রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিভাগের এই মহতী কর্মসূচীকে সাধুবাদ জানান।

হয়েছে জেলার স্বাস্থ্য দফ্তর। মূকাভিনয় ও নাট্যাভিনেতাদের দিয়ে শহর ও গ্রামে গঞ্জে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে চলতি মাসের শুরু থেকেই। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় জেলার বনগাঁ, বারাসাত, বসিরহাট, ব্যারাকপুর এবং রাজারহাট এলাকাতেও মূকাভিনয়, জাদু প্রদর্শন, পুতুল নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাট, বাজার, ষ্টেশন, কোর্ট চত্বর ইত্যাদি জনবহুল এলেকায় এইচ আই ভি/ এইডস্ রোগ সম্পর্কে

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের
জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020
MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল
বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের
জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

এ.সি. লোকালের গার্ড ও ড্রাইভারকে সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ সেপ্টেম্বর শুরু হয় রাণাঘাট ভায়া বনগাঁ হয়ে শিয়ালদহগামী এ.সি. লোকাল ট্রেন। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে অমৃতভারত স্টেশনের মর্যাদা পাওয়া চাঁদপাড়া স্টেশনের রেলযাত্রী সহ স্থানীয় মানুষজন। বৃহত্তর চাঁদপাড়া এলেকার বাসিন্দা ও নিত্য ট্রেনযাত্রীগণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রেনটিকে চাঁদপাড়ায় স্টেপেজ দেবার দাবি জানিয়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর চাঁদপাড়ার স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট এর মাধ্যমে শিয়ালদহ ডিভিশনের ডি, আর, এম, এর গণস্বাক্ষর সম্বম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। অবশেষে সেই দাবি মঞ্জুর হয়। রেলদপ্তর চাঁদপাড়া সহ শিয়ালদা-বনগাঁ সেক্শনের আরোও কয়েকটি স্টেশনে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ট্রেনটির স্টপেজ দেবার কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় খুশি চাঁদপাড়ার রেলযাত্রী সহ বাসিন্দাগণ।

বারাসাতের শাসনে ইফকোর কৃষক সভা

সংবাদদাতা ঃ গত ০৫ সেপ্টেম্বর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত-২ ব্লকের শাসন গ্রামে ভারতবর্ষের প্রথম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স

ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিঃ-এর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এলেকার কৃষকদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের ৫৫ জন কৃষীজীবী মানুষ উপস্থিত হন। সভায় ইফকোর ফিল্ড ম্যানেজার বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মি, রীতেশ ঝা উপস্থিত কৃষকদের সামনে ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি,এ,পি (তরল) সারের গুনাগুন এবং কৃষিজমি ও ফসলে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে এই তরল সার ব্যবহারের পদ্ধতিও বিশদে ব্যক্ত করেন। এছাড়া ইফকোর বায়োফার্টিলাইজার প্রাকৃতিক পটাশ ও বিভিন্ন কীটনাশক ব্যবহারের পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এদিনের কৃষি আলোচনা চক্রে কৃষকদের মধ্যে সভাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ চোখে পড়ে।

সেবার সাহিত্য সভায় কবি সম্মেলন ও গুনীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্ম মাসে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন ও প্রখ্যাত শিল্পী সমীর চ্যাটার্জীর কণ্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে গত ৩০ আগষ্ট মধ্যাহ্নে শুরু হয় সেবা ফার্মাস সমিতি আয়োজিত ৬৯তম সাহিত্য সভা ও গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এদিনের সভায় পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট কবি টুলু সেন। ছিলেন বর্ষিয়ান সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস ও প্রবীণ সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী। সেবা সমিতির সভাপতি সংস্কৃতি প্রেমী হিমাদ্রি গোমস্তা স্বাগত ভাষণে আয়োজিত সাহিত্যসভা এবং সেই সঙ্গে সমিতির নতুন প্রকল্প ও সেবাসূলক বিভিন্ন কর্মসূচির উল্লেখ করে মনোজ্ঞ বাষনে দান করেন। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচু গোপাল হাজরা সদ্য প্রয়াত দুই প্রবীণ কবি নীলাদ্রি বিশ্বাস ও তীর্থঙ্কর মৈত্রকে স্মরণ করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারুণ্যের

কবি সুকান্তকে স্মরণ করে তাঁর কাব্য প্রতিভার উপর আলোচনা করে বক্তব্য রাখেন কবি টুলু সেন। এদিন বিশিষ্ট কবি, সংগীত শিল্পী ও শিক্ষিকা কল্পনা ঘোষ দস্তিদারকে উদ্যোক্তাগণ উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক, স্মারক, মানপত্র ও নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। মানপত্র পাঠ করেন সেবার অন্যতম সেবিকা প্রতিমা চক্রবর্তী। প্রবীণ শিক্ষিকা কল্পনা দেবী, তাঁর কাব্য ও সাহিত্য চর্চা, শিক্ষাজীবন তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং সেই সঙ্গে কবিতা ও সাহিত্য পাঠ করে শোনান। প্রবীর হালদার। কবি সুকান্তের জীবনীর উপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান তরুণ কবি রাজু সরকার। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকগন স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ছোটদের কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। কবি সাহিত্যিকগনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত এদিনের সাহিত্য সভা ও গুনীজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

ঠাকুরনগরে চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমীর ম্যারাথন দৌড়

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো চাঁদপাড়ার ডিফেন্স একাডেমী আয়োজন করে দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতা। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সকালে ঠাকুরনগর গোবরডাঙা সড়কে আনন্দপাড়ায় আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সাংসদ মমতা ঠাকুর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোপালনগর হরিপদ ইনস্টিটিউশানের বিশিষ্ট ক্রীড়া শিক্ষক দীপেন বসু, সমাজকর্মী নরোত্তম বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্টজন। একাডেমীর প্রশিক্ষক প্রাক্তন সৈনিক দীপেন গুহ সকলকে শুভেচ্ছা সহ অভিনন্দন জানান।

প্রতিযোগিতায় একাডেমীর প্রশিক্ষনার্থীগণ ছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দৌড়বিদগণ সহ ১০ বৎসরের বালক থেকে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণও আকর্ষনীয় এই ম্যারাথন রেসে অংশ গ্রহন করেন।

প্রতিযোগিতা শেষে সকলে স্থানীয় আনন্দপাড়া পল্লী সেবা সমিতির মন্দির অঙ্গনে সমবেত হন। সেবা সমিতির সুসজ্জিত মঞ্চে আয়োজিত পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবি সুভাষ ব্যাপারী, শিক্ষক দীজেন বসু, সুপ্রকাশ চন্দ্র ঘোষ, জয়দেব বর্ধন, ও মৃনাল কান্তি ঘোষ প্রমুখ। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা রোড রেসে অংশ গ্রহনকারী প্রত্যেককে মেডেল এবং বিভিন্ন গ্রুপে স্থানাধিকারী তরুণ ও যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজ্য পুলিশ সহ কেন্দ্রীয় আট বাহিনী এবং অন্যান্য চাকুরিতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমী ও তাঁর প্রানপুরুষ দীপেন গুহর এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেষ্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মুল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্‌ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স — বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি — মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়
নিউ পি. সি. অপটিক্যাল — বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**